দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... AUG..2[illegible].1999
পৃষ্ঠা ৬ · কলাম ৩......

চাই যথার্থ শিক্ষিত ছাত্রসমাজ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথাটা পুরনো হলেও আজও এর গুরুত্ব কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছে। আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব উন্মেষের যুগ। তাই আজ জাতির উন্নয়নে সুশিক্ষিত, সুনিপুণ ও সুদক্ষ শিক্ষিত শ্রেণীর বড় প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষাঙ্গনে আজ নানা কারণে শিক্ষার মান, পরিবেশ ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। এই প্রেক্ষাপটে গত বৃহস্পতিবার (২৬ আগস্ট) এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বহু প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও এবারে পরীক্ষায় পাসের হার মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও কুমিল্লা বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৩ দশমিক ৪০ শতাংশ। এ বছর এই পাঁচটি বোর্ড থেকে মোট ৫ লাখ ৪৪ হাজার ২৯১ ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৯০ হাজার ৬২৭ জন। এ বছর পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে চট্টগ্রাম বোর্ডেই পাসের হার সবচেয়ে বেশি, ৬৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ। অপরদিকে যশোর বোর্ডের পাসের হার সবচেয়ে কম, ৪২ দশমিক ৭৩ শতাংশ। আর একটি উল্লেখ্য দিক এখানে তুলে ধরা দরকার। পরীক্ষার ফলে সামগ্রিক বিচারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে আছে। তা সত্ত্বেও এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৬৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী এবার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে শুক্রবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আসন সঙ্কটের কারণে ১৯৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ শতকরা ৬৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। সোমবার একযোগে প্রকাশিত দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় পাঁচ বোর্ডে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৮ হাজার ৬৭৪ জন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট আসন রয়েছে মাত্র ২২ হাজার। ফলে ৪৬ হাজার ৬৭৪ শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। এদের সামান্য অংশ দেশের বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিদেশে পড়ার সুযোগ পেলেও বাকিদের সাধারণ ডিগ্রী নিতে হবে কিংবা ঝরে পড়তে হবে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যে ১৩টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজ নিজ এলাকায় স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া থমকে গেছে। এ ব্যাপারে সরকার, দেশহিতৈষী শিক্ষিত সমাজকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের ছাত্রসমাজকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষায় অসদুপায় রোধে শিক্ষকদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করার জন্য যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষার মান বাড়াতে মনোযোগ দিতে হবে। তিনি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের বলেন, শিক্ষার হার এবং মান বাড়ানোই হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য। সরকারের দু'বছরের সময়ে সাক্ষরতার হার ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ বছরের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এই অনুপাত আরও বাড়বে। শিক্ষানীতি গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নিজেদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রচেষ্টায় অবদান রাখার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি কলেজে পরীক্ষার্থীদের ভুয়া নিবন্ধীকরণ এবং পরীক্ষায় ছাত্রদের অসদুপায় অবলম্বনের হার বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে শিক্ষকসমাজ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে আহ্বান জানাই যে এরাই হলো দেশের ভবিষ্যত। এরাই জাতির আসল সম্পদ। তাই গণটোকাটুকি অথবা গণহারে নকল করা এবং সেই নকলবাজদের দাপট রুখতে পুলিশের হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে। সংগ্রামী ও ঐতিহ্যবাহী বাঙালী জাতির সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে আজ ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আত্মশুদ্ধি করতে হবে। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা শিক্ষাজীবনে উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। তাই আজকের এই আলোর যুগে নিজেদের শুধরে দেশজুড়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়াই প্রতিটি ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক ও অভিভাবকের মহান দায়িত্ব।